NORTH SOUTH UNIVERSITY
Center of Excellence in Higher Education

North South University Library ★1992★

P-2

**ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভূমিকা কি?**

প্রফেসর আবদুল হান্নান চৌধুরী : বাংলাদেশের প্রথম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হিসেবে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই এ ইউনিভার্সিটির লক্ষ্য ছিল শিক্ষার এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে স্টুডেন্টরা কেবল একাডেমিক ডিগ্রি অর্জন করেই থেমে থাকবে না, বরং তারা ওয়ার্ল্ডক্লাস প্রফেশনাল এবং কনসাস সিটিজেন হয়ে গড়ে উঠবে। একজন ওয়ার্ল্ডক্লাস সিটিজেন হওয়ার অর্থ শুধু ভালো স্টুডেন্ট বা দক্ষ এমপ্লয়ি হওয়া নয় বরং লিডারশিপের গুণাবলি, নৈতিকতা, সোশাল রেসপনসিবল একজন কমপ্লিট হিউম্যান হয়ে ওঠা। আমাদের অধিকাংশ টিচারই আমেরিকা ও ইওরোপের খ্যাতনামা ইউনিভার্সিটি থেকে হাইয়ার ডিগ্রি অর্জন করেছেন, ফলে তাদের কাছ থেকে স্টুডেন্টরা সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। স্টুডেন্টরা ইন্টারন্যাশনাল জব মার্কেটে কম্পিটিশনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

**নর্থ সাউথকে ইন্টারন্যাশনালাইজেশন প্রসেসে এগিয়ে নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন সূচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন?**

প্রথমত, আমরা কারিকুলামকে বিশ্বমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করছি, যাতে আমাদের স্টুডেন্টরা ইন্টারন্যাশনাল জব মার্কেটে কমপাটেটিভ হয়। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইউনিভার্সিটি ও রিসার্চ নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে কৌশলগত পার্টনারশিপ বাড়ানো হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য একটি রিসার্চ বেজড, ইনোভেটিভ ইউনিভার্সিটি হিসেবে এগিয়ে যাওয়া। আমরা আরো বেশকিছু সূচকে গুরুত্ব দিচ্ছি। এর মধ্যে আছে আউটকাম বেজড কারিকুলাম, কোয়ালিটি এসুরেন্স এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রফেসর নিয়ে আসা ও রিসার্চ সহযোগিতার মতো বিষয় বাড়ানো। এখানকার প্রতিটি প্রোগ্রাম নিয়মিত ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল রিভিউর মধ্য দিয়ে যায়। পাশাপাশি আমরা জয়েন্ট রিসার্চ ও কনফারেন্স আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী

**আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখতে এ ইউনিভার্সিটির এডুকেশন এন্ড রিসার্চ প্রোগ্রামকে কীভাবে সাজানো হয়েছে?**

এখানকার প্রতিটি কারিকুলাম তৈরি হয় ইন্ডাস্ট্র ডিমান্ড, ইমার্জিং টেকনলজিস এবং ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক ফ্রেমওয়ার্ক ধরে রেখে। আমাদের এডভাইজরি বোর্ডগুলোতে ইন্ডাস্ট্রর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যুক্ত আছেন। পাশাপাশি আমরা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল ইনোভেশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ, হেলথ সিস্টেম ও ফিনানশিয়াল ইনক্লুসন- এসবকে রিসার্চের মূল ফোকাস করেছি। ফলে আমাদের প্রোগ্রামগুলো দেশ ও বিদেশে উভয় ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক।

**ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম কতটা অগ্রাধিকার পায়? এসব প্রোগ্রামকে কার্যকর করতে কোন বিষয়ে জোর দিচ্ছেন?**

এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আমাদের ইন্টারন্যাশনালাইজেশনের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ। আমরা ইওরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বহু ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করছি। স্টুডেন্টদের জন্য ক্রেডিট ট্রান্সফার সহজ করা, স্বল্প সময়ে ভিসা প্রসেসিং সহায়তা এবং একাডেমিক এডভাইজিং আরো উন্নত করা হচ্ছে।

**ইউনিভার্সিটির কোন কোন প্রোগ্রামের ইন্টারন্যাশনাল এক্রেডিটেশন আছে? এটি কেন জরুরি?**

এনএসইউর প্রোগ্রামগুলো ইন্টারন্যাশনাল মানের সঙ্গে মানানসই এবং শীর্ষস্থানীয় ইন্টারন্যাশনাল ও ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলো দ্বারা স্বীকৃত। স্কুল অফ বিজনেস এন্ড ইকোনমিকস হলো বাংলাদেশের প্রথম আমেরিকান-অনুমোদিত বিজনেস স্কুল, যা এক্রেডিটেশন কাউন্সিল ফর বিজনেস স্কুলস এন্ড প্রোগ্রামস (এসিবিএসপি, ইউএসএ) দ্বারা স্বীকৃত। স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ফিজিকাল সায়েন্সেস বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের অধীনে বোর্ড অফ এক্রেডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিকাল এডুকেশন (বিএইটিই) থেকে তার সিএসই, ইইই ও ইটিই প্রোগ্রামগুলোর জন্য স্থানীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার প্রোগ্রামটি ইন্সটিটিউট অফ আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি) দ্বারা স্বীকৃত। এ ছাড়া আরো বেশকিছু এক্রেডিটেশন রয়েছে।

**আপনি কি মনে করেন ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাংকিংয়ে ভালো অবস্থানই গুণগত শিক্ষার মানদণ্ড? র‍্যাংকিংয়ে ভালো করতে কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন?**

র‍্যাংকিং মানদণ্ডের পুরোটা নয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ সূচক। র‍্যাংকিং উন্নত করতে আমরা হাই-ইমপ্যাক্ট পাবলিকেশন, সাইটেশন বাড়ানো, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এন্ড টিচার এট্রাকশন এবং ইন্ডাস্ট্র-লিংকড রিসার্চ জোরদার করছি। র‍্যাংকিংয়ে এর একটা ইমপ্যাক্ট আছে। টাইমসের র‍্যাংকিংয়ে আমরা বরাবর দেশসেরা অবস্থানে থাকছি। এবার কিউএস র‍্যাংকিংয়ে আমরা এশিয়ার ১৪৯তম ইউনিভার্সিটি হয়েছি। এশিয়ায় হাজারো ইউনিভার্সিটি রয়েছে। প্রথমবার দেড়শর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে এনএসইউ। এতেই বোঝা যায় আমাদের রিসার্চ ও এডুকেশন প্রোগ্রাম বিকশিত হচ্ছে এবং বিশ্বের বড় বড় অর্গানাইজেশন ও রিসার্চারের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে।

**ইউনিভার্সিটি নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?**

আমাদের লক্ষ্য এনএসইউকে ইন্টারন্যাশনাল স্টান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যে নতুন ক্যাম্পাসের কাজ চলছে। এ ছাড়া আমরা আগামী বছরগুলোতে রিসার্চের বাজেট বাড়াতে চাই, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাই, ডেভেলপড ল্যাবরেটরি নির্মাণ এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা নিয়ে কাজ করছি। সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা- একটি ইনক্লুসিভ, ইনোভেটিভ ও ইন্টারন্যাশনাল সিটিজেন তৈরির পরিবেশ প্রস্তুত করা।